সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

কথিত

শ্রী শ্রী উনিজি কথামৃত

গুরুচণ্ডা৯

শ্রীশ্রী উনিজি কথামৃত

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

শ্রীশ্রী উনিজি কথামৃত

প্রথম প্রকাশ: মে,২০২৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কণিষ্ক

সূচিপত্র

১. উনিজির ভাষাশিক্ষা

২. বাকস্বাধীনতা ও উনিজি

৩. উনিজির মনের কথা

৪. উনিজির নাম মাহাত্ম্য

৫. উনিজির ঈশ্বর দর্শন

৬. আপনভোলা উনিজি

৭. উনিজি-ভক্ত সংবাদ

৮. উনিজি ও ইংরেজ

৯. আইন বোঝান উনিজি

১০. সংকটমোচনে শাহেনশাহ

১১. উনিজি-জলদেবী সংবাদ

১২. উনিজি ও রামায়ণ

১৩. মোগল, পাঠান ও উনিজি

১৪. উনিজির রবীন্দ্রনাথ

উনিজির ভাষাশিক্ষা

উনিজি ফরাসি শিখেছেন, সেই খবর দেখে, আমার একটা পুরোনো গপ্পো মনে পড়ল। উনিজি নিজমুখে তো বলবেননা, তাই আমিই বলি। শুনুন। সে অনেকদিন আগের কথা। উনিজির ভাষাশিক্ষা

তখন সবে শুরু হয়েছে। ফরাসি শেখার আগে উনি তখন ইংরিজি শিখছেন। বেশিদূর এগোননি। পাপ্পু নামের এক পিছনপাকা ছোকরা তাঁকে খুবই জ্বালায়। সে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা তো খুবই রিগ্রেসিভ, বিদেশি ভাষা শিখলে ম্লেচ্ছ হয়ে যাবেনা?

উনিজি তখন ছোটো, রিগ্রেসিভ একটা কঠিন শব্দ। মানে জানেননা। তাই হাঁ করে রইলেন। সেই পিছনপাকা ছোকরা তাই দেখে বলল, "আরে রিগ্রেসিভ মানে জানোনা? প্রোগ্রেসিভের উল্টো। অ্যান্টোনিম।"

উনিজি তখনও অ্যান্টোনিম কাকে বলে জানেননা। ছোকরাকে তাই জবাব দেওয়া হলনা। কিন্তু মাথায় জেদ চেপে গেল। ব্যাকরণ বই খুলে দেখে নিলেন ব্যাপারটা। হাতি-ঘোড়া কিছু না। Good- bad, High-low, Pro-con, এইসব। আর ছোকরা

কঠিন শব্দটা কী যেন বলল? প্রোগ্রেসিভ। অভিধান খুলে সেটাও দেখে নিলেন। Pro-gress মানে প্রগতি। বারকতক পড়ার পরেই বিদ্যুৎচমকের মতো রহস্যটা বুঝে ফেললেন। ইংরিজি ভাষা বহুদিন বলার পরেও যেটা আর কেউ এর আগেও বোঝেনি। Pro এর উল্টো Con, তাহলে Pro-gress এর উল্টো কী? খুব সোজা। Con-gress।

প্রোগ্রেসের মানে সেই যে বুঝলেন, অর্থাৎ যা কংগ্রেসের উল্টো, তাই প্রোগ্রেস, তারপর থেকে উনিজিকে আর কেউ থামাতে পারেনি। পাপ্পুকে তো ঘোল খাইয়েই ছেড়েছেন। কিন্তু এর পিছনের রহস্যটা আপনারা জানতেননা। উনি তো নিজমুখে কিছু বলবেননা, তাই আমাকেই বলতে হল। আশা করি, হোয়াটস্যাপে সবসময় কেন "সব দোষই নেহরুর" মেসেজ পান, এবার বুঝতে পেরেছেন।

বাকস্বাধীনতা ও উনিজি

তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাকিস্তান থেকে এক সাংবাদিক এলেন সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে। উনিজির ফটোগ্রাফিতে খুব

আগ্রহ। সাংবাদিকদের উনি একেবারেই পছন্দ করেননা, কারণ এরা ইস্কুলের মাস্টারদের চেয়েও বেশি প্রশ্ন করে, আর উনি কোনো পড়াই পারেননা। দেখলেই পালিয়ে যান। কিন্তু সঙ্গে ফটোগ্রাফার আছে, তাই দেখা করলেন।

ছবি-টবি তোলার পর সাংবাদিক উনিজিকে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের দেশে বাকস্বাধীনতা আমাদের দেশের চেয়েও কম কেন?

উনিজি তো প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারেননি। জানতে চাইলেন, বাকস্বাধীনতা, সেটা আবার কী জিনিস?

সাংবাদিক বললেন, এই যে ধরুন আমাদের দেশে, যে কেউ সংসদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারে ইমরান খান মুর্দাবাদ। কেউ কিচ্ছু বলবেনা। এটাই বাকস্বাধীনতা।

উনিজি ভারি বিরক্ত হলেন। এত আজেবাজে বকে বলেই এদের চাকরি যায়। ভুরু কুঁচকে বললেন, এই জিনিস আমাদের এখানে থাকবেনা কেন? আমাদের দেশেও যে কেউ সংসদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারে ইমরান খান মুর্দাবাদ। কেউ আটকাবেনা। আপনি নিজেই চেষ্টা করে দেখুন না।

উনিজির মাঙ্কিবাত

উনিজির সামনে একবার এক বাঙালি খুব বড়ো বড়ো কথা বলছিল। মাছ খেলে নাকি বুদ্ধি বাড়ে। শুধু ডাল খেলে লোকে ডাল হয়ে যায়। এইসব। উনিজি

কিছু বলেননি। কিন্তু শেষে ওই ২৬ ইঞ্চি বীরত্ব দেখিয়ে বলল, আমাদের রাসবিহারী বসু সারাজীবন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। কোনোদিন ধরা পড়েননি।

এটা এমন কী বড় ব্যাপার, বুঝতে না পেরে, উনিজি বললেন, সে এমন কী। আমিও সারাজীবন সাংবাদিকদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি, কোনোদিন ধরা পড়িনি।

ছোকরা একটু অবাক হয়ে বলল, না মানে ওঁরা তো ব্রিটিশের সঙ্গে লড়তেন।

সেটাই বা কী এমন বিরাট জিনিস। উনিজি খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, আমিও তো 'ইন্ডিয়া'র সঙ্গে লড়ছি।

ছোকরা বলল, ওঁরা অনেকেই তো ফাঁসিও গেছেন।

উনিজি হেসে বললেন, সে পারহেড তো একবার। আমি অনেকবার।

ছোকরা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, ফাঁসি?

উনিজি বললেন, না। লোকসভা। আবার যেতে হবে বলছে। বক্তৃতা দিতে। সেটা কম কী হল। টেলিপ্রম্পটার থাকবেনা।

ছোকরার কথা বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে উনিজি একজনও অশ্বারোহী ছাড়াই, স্রেফ মাঙ্কিবাত দিয়ে বাংলার মন জয় করলেন।

উনিজির নাম মাহাত্ম্য

উনিজি যখন দরবারে বসেন, সে এক দেখার মতো জিনিস হয়। লোকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আসে, এক পলকেই সমাধান। একদিন উনিজি নাম মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছিলেন, মোটাভাই হন্তদন্ত হয়ে এসে খুব চিন্তান্বিত গলায় বললেন, উনিজি, সবাই বলছে, দেশে

গণতন্ত্র নেই, শুধু হিন্দি-হিন্দু সাম্রাজ্য। উনিজি বললেন, সাম্রাজ্য বলছে? ঠিক আছে, সাম্রাজ্যের নাম আজ থেকে করে দাও রামরাজ্য। নাম মাহাত্ম্যটা বুঝলে?

সবাই তো ধন্যধন্য করল। শুধু মহারাষ্ট্রের এক সভাসদ প্যাঁচার মতো মুখ করে বলে, কেবল সাম্রাজ্য নয়, দলিত-বিরোধীও বলছে। উনিজি বললেন, সেই বা এমন কী কথা, আজ থেকে আম -বেদ-করের নাম বদলে রাম-বেদ-কর করে দেওয়া হল। সমস্যার সমাধান।

এক পিছনপাকা বাঙালি ছোকরাও ছিল সভায়। বাঙালিদের সমস্যা হল, সব কিছুকেই খাবারে টেনে নিয়ে যায়। কোথাও কিছু নেই, সে বলে, তাহলে উনিজি, মছলির নাম বদলে ভেজিটেবল- চপ করে দিন না। উনিজি বললেন, বঙ্গালি না? নেঃ তোর নাম বদলে করে দিলাম উমর খলিদ। মাথা ন্যাড়া করে,

ঘোল ঢেলে তাকে সভা থেকে বিদেয় করে দেওয়া হল। উনিজি বললেন, এরা এতদিনে কিছুই শেখেনি কেন? আমরা বাবরি মসজিদের নাম বদলে করেছি রামমন্দির, মোগলসরাইয়ের নাম করেছি দীনদয়াল - উপাধ্যায়, মুঘলে-আজমের নাম বদলে করেছি পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা, সে কি ম্লেচ্ছ পথে যাব বলে? মনে রাখবে, অনেক মত হতেই পারে, কিন্তু পথ একটাই।

সবাই বলল, ঠিক ঠিক। যত মত একটাই পথ। বঙ্গালিরা সেটা শেখেনি, তাই এবার পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের নাম করে দেওয়া হোক বাংলাদেশি। উনিজি বললেন, আজ দেরি হয়ে গেছে, ওটা পরের দিন। এই বলে উঠতে যাবেন, হঠাৎ দেখা গেল দূর থেকে পেদো দৌড়ে আসছে।

উনিজি বললেন, কীরে পেদো দৌড়োস কেন? পেদো হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, খবর খারাপ উনিজি। দেশের খুব বাজে অবস্থা।

উনিজি অবাক হয়ে বললেন, সেটা আবার কে বলল?

- সরকারি সমীক্ষায় বেরিয়েছে উনিজি। উনিজি উঠতে উঠতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললেন, সমীক্ষা? ওটার নাম আজ থেকে হল ফেক নিউজ।

উনিজির রাজ্যে ফেক-নিউজ একদম নিষিদ্ধ। তাই সমীক্ষাকারীর চাকরি গেল। সবই নাম মাহাত্ম্য।

উনিজির ঈশ্বর দর্শন

সিমলার এক ছোকরা প্রায়ই উনিজির কাছে আসত। সে ছিল ঘোর অবিশ্বাসী। উনিজি একদিন ঈশ্বরলীলা ব্যাখ্যা করছেন, এমন সময় ছোকরা প্রশ্ন করল, ভগবান যদি ভগবানই হবেন, তো সর্বদিকে

সমদৃষ্টি কেন নয়? চারদিকে এত অনাচার কেন? উনিজি বললেন, দেখ জ্ঞানমার্গ দিয়ে সবকিছু দেখতে নেই। ওভাবে দেখলে মনে হবে ভগবান আসলে পাগল। দেখতে হবে ভক্তিমার্গ দিয়ে। তা যদি দেখিস, দেখবি, ঈশ্বর আসলে তোর আমার মতোই মানুষ। এই বোকার মতো কথা বলছে, এই রাগারাগি করছে, কিন্তু যেই দাঁড়িপাল্লা হাতে নিল, পুরো অন্য লোক। তুই যদি ভালোবাসিস, দেখবি পাল্লা সবসময় তোর দিকেই ঝুলে।

ছোকরা বলল, দেখ বললেই হল নাকি? দেখব কীকরে?

উনিজি বললেন, কেন? চোখ দিয়ে।

ছোকরা ছাড়বার পাত্র না। বলে, চোখ দিয়ে মানে? আপনি দেখেছেন ভগবানকে? নিজের চোখে?
উনিজি বললেন, দেখেছি বলেই তো বলছি। এই তোকে যেরকম

দেখছি, কথা বলছি, একদম সেইরকম।

ছোকরা তাতেও না দমে বলল, এত বড়ো বড়ো কথা বলছেন, আপনি জানেন, ভগবান কোথায় থাকেন? আমি দেখতে পাব?

ভক্তরা চারদিকে দমবন্ধ করে বসে আছে, উনিজির উত্তর শোনার জন্য। উনিজি মৃদু হেসে বললেন, কেন জানবনা? ভগবান তো কলকাতায় থাকে রে। হাইকোর্টের দিকটায়। যা না, যেদিন ইচ্ছে দেখে আয়।

আপনভোলা উনিজি

উনিজির সবই ভালো, কেবল বড্ড আপনভোলা, কোনো কিছুরই কৃতিত্ব নেননা। যেজন্য তাঁকে কখনও সাংবাদিকদের সামনে যেতে দেওয়া হয়না, নিজের কৃতিত্ব কাকে বিলিয়ে দেবেন, কে জানে। একবার খুব দামি কোট-প্যান্ট পরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সবাই কোটের খুব প্রশংসা

করায়, বললেন, কোট তো আমার মেক-ইন-ইন্ডিয়া না, ও তো ফ্রান্সের। আর একবার একজন কাশ্মীর নিয়ে জিজ্ঞাসা করায়, বলেছিলেন, কাশ্মীর তো আমার না, সানি দেওলের।

এরকম প্রায়ই হয়। উনিজি ঘন্টায় ঘন্টায় পোশাক আর গয়না বদলান, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই বললেন, এই আংটিটা নীরব ভাইয়ার, ওই জামাটা বলিউডের, আমার কিছুই না। সেবার রকেট ছোঁড়া হল আকাশে, সে নাকি চাঁদে যাবে। সবাই ধন্য ধন্য করল। উনিজি বললেন, কৃতিত্ব আমার না। তিরুপতির। একবার সব কালো-টাকা তুলে দেবেন ঠিক করলেন। সন্ত্রাসবাদীদের তো মাথায় হাত, কিন্তু উনিজি বললেন, টাকা তো আমার না, আদানির।

উনিজি তো এসব করেই খুশি। ত্যাগী মানুষ। কিন্তু ভক্তদের তো শান্তি হয়না। একবার তারা উনিজি২০ বলে একটা উৎসব করল, টি২০ র ধরণে। তাতে

দেদার ফুর্তি। সবাই নাচছে, গাইছে। এমন সময় কোথাও কিছু নেই, এক নাছোড়বান্দা বিদেশি ভক্ত এসে বলে, অন্য কিছুই আপনার নয় জানি, কিন্তু এই যে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতি, এই যে টান-টান চামড়া, এই যে এত হাজার কোটি টাকার চুরির অভিযোগ, মনিপুরে এত লোকে মরছে, তার মধ্যেও যে চামড়ায় কিছুতেই ভাঁজ পড়েনা, অন্তত এগুলো তো আপনার, নাকি?

উনিজি বিগলিত হেসে বললেন, চামড়া? দূর পাগলা, ও আমার কেন হবে। এ চামড়া তো গণ্ডারের।

উনিজি-ভক্ত সংবাদ

উনিজির কাছে একবার এক ভক্ত এসে বলল, প্রভু মনে বড় অশান্তি। বৌটা বড় দেমাকি। ওর মামাতো দাদা হল বাঙালি সেকু, তাই কথায় কথায় বলে, তোমার আবার কাজ, ওই তো ল্যাজ লাগিয়ে বাঁদর সেজে হুপহাপ করে ঘুরে বেড়াও। তার চেয়ে একটা মাটন-বিরিয়ানির দোকান দিলেও তো পার। এই

শুনতে শুনতে আমার মন ভেঙে যাচ্ছে। সঙ্ঘের কাজে মন দিতে পারছিনা। উনিজি বললেন, কোনো ব্যাপার না। পৃথিবীতে সবকিছুই মাপে মাপ, দেমাক তো উবে যাবেনা। কিন্তু আজ থেকে ওর দেমাক কেড়ে নিয়ে তোকে দিলাম।

বলামাত্র ভক্ত দেখল তার ভক্তি দুগুণ হয়ে গেছে। গলার জোরও প্রচণ্ড। হুপহাপ করতে করতে বাড়ি গিয়ে দেখে, বৌ মন দিয়ে হনুমান চালিসা পড়ছে। দেখামাত্র আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলল, ওঁর মতো একবার ডাকো না গো। ভক্ত শুনে বলল হুপ। সংসার এবং সঙ্ঘে শান্তি ফিরে এল।

কদিন বাদে ভক্ত আবার উনিজির কাছে হাজির। এবার কী? ভক্ত কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, দেমাক গেছে ঠিকই, কিন্তু বৌটা এখনও বড় ক্যাটক্যাট করে কথা বলে। সেদিন বলেছে মুর্গির ঠ্যাং রাঁধবে। আমি বললাম, সাত্ত্বিক বাড়িতে কেউ ঠ্যাং কাটে? শুনে

বলল, শূর্পনখার নাক কাটায় দোষ নেই, মুর্গির ঠ্যাঙেই প্রবলেম? এর কী উত্তর দেব প্রভু?

উনিজি স্মিত হেসে বললেন, ওরে পাগল উত্তর দেবার কী আছে। উল্টো দিকের কথা বলা থামিয়ে দিয়ে আইন পাশ করেছি দেখিসনি? ওইটাই প্রকৃষ্ট পথ। যা, আজ থেকে ওর গলার জোর তোকে দিলাম।

বলামাত্র ভক্ত দেখল তার কথার খই ফুটছে। তড়বড়িয়ে বাড়ি ফিরে দেখে, বৌয়ের গলা দিয়ে মিনমিন করে শব্দ বেরোচ্ছে। কী একটা বলতে গেল, শোনাই গেলনা। ভক্ত সজোরে বলল, হুপ। সংসার এবং সঙ্ঘে শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু কদিন বাদে আবার গোলযোগ। আবার ভক্ত হাজির উনিজির কাছে। আবার কী হল রে? ভক্ত বলল, আমিষ রাঁধা বন্ধ করেছি ঠিকই, কিন্তু বৌটার নোলা তো যায়নি। সেদিন দেখি দাদা-বৌদির দোকান থেকে এক

থালা মাটন বিরিয়ানি অর্ডার করে একা সাঁটাচ্ছে। ভাবুন একবার।

উনিজি বললেন, এতেও কোনো সমস্যা নেই। আজ থেকে ওর পুরো নোলা তোকে দিলাম। তুই ঘাসপাতা দিয়ে নিজের নোলাকে প্রশমিত কর। বৌ আর কোনো বাগড়া দেবেনা। ভক্ত নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এল। তার ক্ষিধে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। রোজ মাঠঘাট থেকে ঘাসপাতা তুলে আনে। কিছুটা কাঁচাও খায়। বাকিটা বৌ সেদ্ধ করে দেয়। নিজেও তাই খায়। তার আর কোনো নোলা নেই। সংসার এবং সঙ্গে শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু তারপরেও একদিন ভক্ত আবার হাজির। বৌয়ের দেমাক নেই, গলার জোর নেই, বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাসপাতা খায়, আবার কী সমস্যা? ভক্ত বলল, প্রভু, বৌটা বাড়ির বাইরে যায়। দোকান- বাজার করতে, আরও এটাসেটা কাজে। বন্ধ তো করা যায়না, দরকার লাগে। কিন্তু এমন সব জামাকপড় পরে যায়, যে,

ব্যাটাছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এর একটা উপায় করুন প্লিজ। আর কিছু চাইবনা।

উনিজি বললেন, তথাস্তু। আজ থেকে তোর জামাকাপড়ের বোঝা তোর বৌকে দিলাম।

বলা মাত্র ভক্ত দেখল তার গায়ে আর কিছুই নেই, শুধুই একটা চাড্ডি। সেই পরেই লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে দেখে, বৌয়ের গায়ে জামাকাপড়ের স্তূপ। সেই থেকে ভক্তর বৌ শাড়ির উপর চাদর, তার উপর ঘোমটা দিয়ে থাকে। ভক্ত কেবল নেংটি পরে, ঘাসপাতা খায়, আর হুপহাপ করে জোরে জোরে ডাকে। সেই থেকেই ভক্তর ডাকনাম চাড্ডি।

ইংরেজ বনাম উনিজি

উনিজির কাছে মাঝে মাঝেই এক আধটা অবিশ্বাসী আসে। একদিন এক অবিশ্বাসী এসে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছে দিন কি এসে গেছে স্যার? উনিজি বললেন, ও মা, আসবেনা? আজ অনেক

দশক পর, অবশেষে ভারতীয়রা ইংরেজদের থেকে এগিয়ে গেছে। ইংরেজরা নিজেরা খেটেখুটে বানিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আর আমরা চিনকে দিয়ে বানিয়েছে প্যাটেল মেমোরিয়াল। ইংরেজরা নিন্দে করলেই জেলে পুরত, আমরা নিন্দে করতে পারে ভাবলেই জেলে পুরে দিই। ইংরেজরা মুচলেকা দিলেই ছেড়ে দিত, আমরা মুচলেকাও দেওয়াই, বন্ডও কেনাই। ইংরেজরা বাংলায় মন্বন্তর করে বাংলা সাফ করে দিয়েছিল, আমরা এনআরসি-সিএএ করে পরিষ্কার করে দেব। ইংরেজরা পূর্ব দিক থেকে লুটপাট করে দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা দেশের মধ্যেই জমা করছি। ওরা বানিয়েছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, আমরা বানিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

অবিশ্বাসীর তাও ঘোর কাটেনা। বলে, আপনি তো শুধু ইংরেজদের কথাই বললেন। আর স্বাধীনতা সংগ্রাম? তার কী হবে?

ঘর ভর্তি ভক্ত। সবাই উনিজির দিকে তাকিয়ে আছে। উনিজির বড়দারা তো কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণই করেননি, কেবল মুচলেকা দিয়েছেন। অবিশ্বাসীও কেমন-দিলাম হাবভাব করে তাকিয়ে। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, উনিজি মুচকি হেসে বললেন, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থেকেও এগিয়ে গেছি। ওদের স্লোগান ছিল বন্দেমাতরম। আমাদের স্লোগান বন্ড-এ-মাতরম।

আইন বোঝান উনিজি

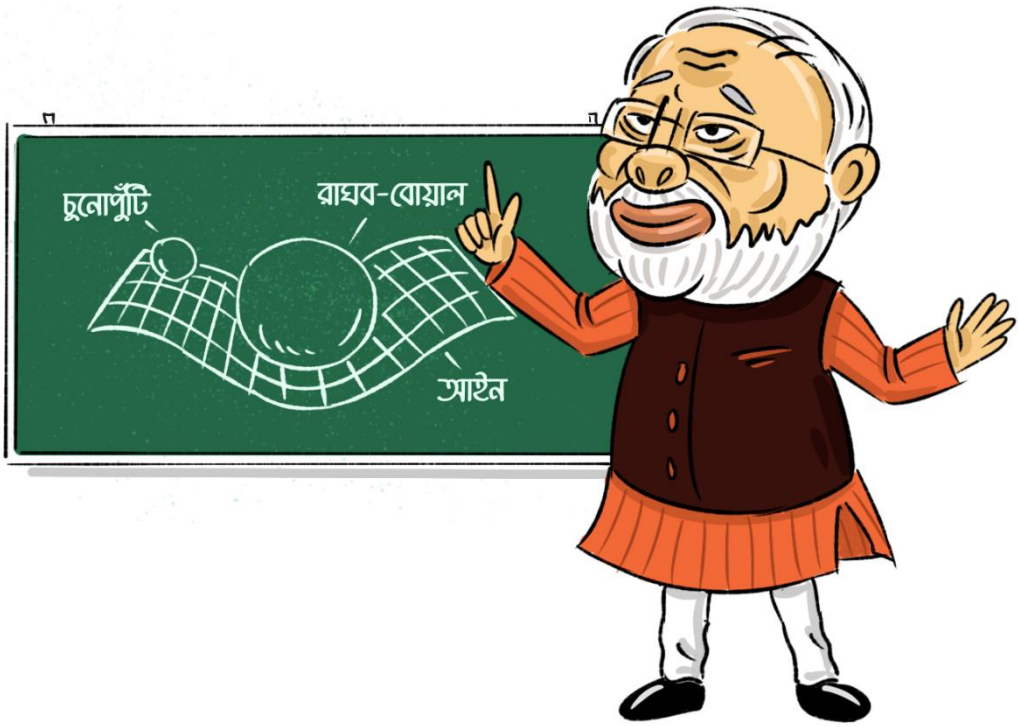

উনিজি মাঝে মাঝেই হোয়াটস্যাপ ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ডেকে নানা বিষয়ের ক্লাস নেন। তাতে নানা উল্টোপাল্টা জিনিসও ঘটে। একদিন পদার্থবিদ্যার ক্লাস হচ্ছে, উনিজি আইনস্টাইন বোঝাচ্ছেন, এমন

সময় এক ছাত্র হঠাৎ সোশিওলজির প্রশ্ন করতে শুরু করল। বাকি ছাত্ররা খুবই বিরক্ত, কিন্তু উনিজির কোনো বিকার নেই। পদার্থ অপদার্থ সমাজ সংসার সবই তাঁর কাছে সমান। তিনি বললেন, বল, তোর কী প্রশ্ন।

ছাত্র বলল, এই যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড হবে, তার মানে তো সব মানুষ সমান, তাই না?

উনিজি বললেন, এইটাই প্রশ্ন?

ছাত্র বলল, না, আরেকটু আছে। সব মানুষই যদি সমান তো কেউ প্রচুর টাকা মেরেও মন্ত্রী হয়, আর কেউ কিছু না করেও জেলে যাচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে? আইন তো আইনের পথেই চলা উচিত না?

ক্লাস শুদ্ধ সবাই এরকম বিচ্ছিরি প্রশ্ন শুনে থমকে আছে। কিন্তু উনিজিকে কি আর এইটুকুতে আটকানো যায়? উনিজি একটু হেসে বললেন, দূর পাগল, আইন কেন আইনের পথে চলবে? ফিজিক্সটা পড়, দেখবি

আইন স্টাইনের পথে চলে। যখন-যেমন- তখন-তেমন। ওটাকেই তো রিলেটিভিটি বলে রে।

সংকটমোচনে শাহেনশাহ

বছরের শুরুতে দিল্লিতে জোর মিটিং। অবস্থা অতীব কঠিন, এবার বৈতরণী পার হওয়া যাইবে কী করিয়া? অমিত শাহেনশাহ কহিলেন, হোক রামমন্দির। যেমন কথা তেমন কাজ। ঢাক ঢোল ও টিভি চ্যানেল

আনিয়া, ধাঁইধপাধপ ডিজে চালাইয়া উদ্বোধন হইয়া গেল। চারদিকে হই হই কান্ড। শাহেনশাহ ঢেঁকুর তুলিয়া মিডিয়া ম্যানেজারকে তলব করিলেন। কী সংবাদ হে? সে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, সংবাদ অতি উত্তম। কেবল বঙ্গাল মুলুকে দুষ্ট বালকেরা ছড়া কাটিতেছে:

জলে ভেজেনা পদ্মপাতা শুকনো কথায় চিঁড়ে
জুমলা করে মন ভেজাবে একখানা মন্দিরে?

শুনিয়া শাহেনশাহ কহিলেন, বটে? এত স্পর্ধা? লাগাও পরের ধামাকা। দেখিয়ে দাও দেশের কী উন্নতি, দেখি কতদিন ব্যাটাদের দম থাকে। মিডিয়া ম্যানেজার শুনিয়াই দৌড় দিয়া পরের ধামাকা শুরু করিয়া দিল। শুভ অনুষ্ঠানের নাম 'আম্বানির পোলার বিয়ের আগে'। তাহাতে দুনিয়ার তাবৎ বড়লোকেরা উপস্থিত হইলেন, ভারতবর্ষের আড়ম্বর দেখিয়া তাহাদের চক্ষু চড়কগাছ।

এই দেশে সকলেই হাতির পৃষ্ঠে চড়ে, নারীরা নূরজাহানের গহনা পরে, কী উন্নতি কী উন্নতি। সঙ্গে বলিউডি নায়করা বাঁদর-নাচ নাচিল, মিডিয়া পায়ে পড়িয়া সাতদিন ধরিয়া সরাসরি সম্প্রচার করিল। সব মিটিবার পর শাহেনশাহ মিডিয়া-ম্যানেজারকে তলব করিয়া কহিলেন, এবার? সে কিয়ৎক্ষণ কিন্তু কিন্তু করিয়া কহিল, আপদ গেছে, কিন্তু পুরোটা না। এবারও ছোঁড়ারা ছোটো একটা পদ্য লিখিয়াছে।

আম্বানিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
ঘন্টাখানেক সঙ্গে বাপন।

শাহেনশাহ কহিলেন হুম। ভাবিয়া দেখি কী করা যায়। হয়তো ভাবিয়া টিট করিয়াই ফেলিতেন, কিন্তু এর মধ্যেই সাম্রাজ্যের অন্য কোণে এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। অর্বাচীন সর্বোচ্চ আদালত বলিল নির্বাচনী বন্ডের সংবাদ প্রকাশ্যে আনিতে হইবে। এতদিন যে

দেশপ্রেমীরা নাম ভাঁড়াইয়া গোপনে দেশকে সাহায্য করিতেছিল সকলের নাম ফাঁস হইয়া গেল। মুখচোরাদের আর মুখ দেখানোর জো রইলনা। বঙ্গাল মুলুকে দেয়াল লিখন হইল:

দিনের বেলা ইডি পাঠায় রাত্রে তোলে তোলা ,
বেওসা করে দেখিয়ে দিল গুজরাটি চা ওলা।

এবার শাহেনশাহের ভুঁড়ি কাঁপিয়া উঠিল। এই পদ্য উনিজির চোখে পড়িলে বিপদ। শাহেনশাহ প্রথমে ভাবিলেন আদালতের মুণ্ড লইবেন কিনা, তারপর ভাবিলেন, নাঃ অন্য ধামাকা প্রয়োজন। আদালত দুর্নীতির কথা কহিতেছে, ভগবানকেই ক্রয় করিয়া ফেলা যাক। যেমন কথা তেমনই কাজ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের নায়ক, প্রাক্তন বিচারপতি হইয়া মাঠে নামিয়া পড়িলেন। হইচইয়ের চূড়ান্ত হইল। সুতানুটি ডুবু ডুবু, মেদিনী ভাসিয়া যায়।

কিন্তু মিডিয়া-ম্যানেজার দিনের শেষে মুখ- চুন করিয়া বলিল, আবার এক দেয়াল-লিখন ভাইরাল হইয়াছে:

নিলাম করে টিম বানিয়ে হার হল নিশ্চিত,
নিজের গোলেই শট মারবে গোলকি অভিজিৎ।

বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া শাহেনশাহ কহিলেন, লাও সিএএ লাও। এই অনাচার আর সহ্য হয়না। ব্যাটাদের বাংলাদেশেই পাঠাইতে হইবে। আবারও সেই একই নাট্যের পুনরাভিনয়। মিডিয়া জুড়ে কেবল ক্যাক্যা এবং কোনো ছিছি নাই। সকলে ধন্যধন্য করিল। কিন্তু ফচকে ছোঁড়ারা তাহাতেও ভয় না পাইয়া আবার লিখিল:

চ্যানেল ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তোলা দিলে ঠিকাদারি নইলে ডিটেনশান

এবার বঙ্গালে শাহেনশাহ কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাইয়া দিলেন। যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয়, তাই তাহারা ইস্কুল দখল করিয়া বসিল। তাহাদের বাংলায় কথা বলা বারণ হইল। এইসকল লইয়া কোথাও বিশেষ আলোড়ন দেখা যাইলনা। কোনো ছড়াও লেখা হইলনা। ব্যাটারা তবে জব্দ হইয়াছে। কিন্তু শাহেনশাহ তাহাতেও শান্ত না হইয়া পুরাতন সৈন্যবাহিনীকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফরের সন্ধান মিলিলনা, তাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেই আসরে নামাইয়া দিলেন। একদিকে ভগবান, অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র, জয় আর আটকায় কে, এই ভাবিয়া নাসিকায় তৈল মর্দন করিয়া, অবশেষে একটু ঘুমাইতে যাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে মিডিয়া ম্যানেজার দৌড়াইয়া আসিল। শাহেনশাহ, উহারা আবার লিখিয়াছে। বলিয়া সম্মুখে আইপ্যাড খুলিয়য়া দিল। চার লাইনের পদ্য এবং এবার বার্তা আরও বিপজ্জনক:

মীরজাফররা গদ্দারি করে বেনিয়ারা বজ্জাতি,
উনিজি শুধুই গদ্দার না একই সাথে গুজরাতি।

দেখিয়া শাহেনশাহর নিদ্রা উড়িয়া গেল। সেই হইতে আজ অবধি তিনি দুই চোখের পাতা এক করেননি।

উনিজি-জলদেবী সংবাদ

মার্কশিট কুচি কুচি করে জলে ফেলে দিয়ে ছেলেটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। ঘন্টা খানেক কান্না শোনার পর জল থেকে উঠে এলেন জলদেবী।

- কী হয়েছে?

- মার্কশিট ফেলে দিয়েছি। ভ্যাঁ।

- ফেলেছিস কেন?

- বাবা ঠ্যাঙাবে বলে।

- তাহলে কাঁদছিস কেন?

- বাবা আরও ঠ্যাঙাবে বলে।

শুনে টুনে জলদেবী জলে ডুব দিয়ে একট মার্কশিট নিয়ে এলেন, সেটায় প্রচুর নম্বর। - এটা তোর?
ছেলেটা দেখে বলল, না না, এটা না। ভ্যাঁ।
জলদেবী ডুব দিয়ে আরেকটা তুলে আনলেন। সেটায় মোটামুটি নম্বর। - এটা?
ছেলে বলল, না না, এটাও না।

জলদেবী তৃতীয়বারে আরেকটা তুলে আনলেন, তাতে সবই গোল্লা। ছেলেটা দেখেই বলল, এইটা আমার।

জলদেবী সততায় মুগ্ধ হয়ে বললেন ঠিক আছে, তোকে ফার্স্ট ডিভিশনই দিলাম। পাঁচশোয় তিনশো। ইস্কুলের খাতাতেও এই নম্বরই থাকবে।

ব্যস, ছেলে কায়দাটা শিখে গেল। তারপর সারাবছর পড়াশুনো নেই, কেবল নাচন কোঁদন। পরের বছর পরীক্ষায় আবার গাড্ডু। ছেলে আবার মার্কশিট ছিঁড়ে ফেলে নদীর ধারে কাঁদতে বসল। প্রচুর কান্নাকাটির পর দেবী আবার উঠে এলেন। আবার মার্কশিট ফেলে দিয়েছিস?

ছেলে অতক্ষণ কেঁদে এমনিই কাহিল। ধৈর্য হারিয়ে বলল, ভ্যাঁ। পোড়ো মাস্টারেরা আমাকে কিছুতেই নম্বর দেয়না। দেবী ডুব দিয়ে আবারও তিনবার তিনটে মার্কশিট এনে দিলেন। তারপর এবার সাড়ে তিনশো দিয়ে দিলেন।

তিন নম্বর বছর আবার একই গল্প। ছেলে আবারও ফেল। আবারও কাঁদতে বসল। প্রচুর কেঁদেকেটে ডাকার পর দেবী যখন উঠে এলেন, ছেলে তখন অধৈর্য হয়ে গেছে। প্রতিবারই একই নাটক হবে, ফালতু এত সময় নষ্ট করার কী আছে।

দেবী বললেন, আবার কী?

ছেলে তেরিয়া হয়ে বলল, জানেনই তো। মার্কশিট হারিয়ে গেছে। দেবী ডুব দিয়ে একটা মার্কশিট তুলে আনলেন। সেটায় প্রচুর নম্বর। ছেলে দেখে আরও রেগে বলল, বাকি দুটো আর তুলতে হবেনা, এটাই আমার নম্বর। এবার আমি চারশো পেয়েছি।

যারা ভাবছেন গল্পের শেষটা জানেন, ভুল ভাবছেন। দেবী এরপর কান মলে ছেলেটাকে গোল্লা দিলেন

ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে এনটায়ার পলিটিকাল সায়েন্সে পিএইচডিও দান করলেন। আর উপাধি দিলেন উনিজি।

উনিজি ও রামায়ণ

উনিজি বারবার জীবনে রামায়ণকে অনুসরণ করার কথা বলেন। যুগ বদলায়, অবস্থা বদলায়, কিন্তু রামায়ণের মূল শিক্ষা বদলায়না, তাকে যুগোপোযোগী

করে প্রয়োগ করতে হবে। এতে না বোঝার কিছু নেই, কিন্তু সব ক্লাসেই এক আধটা তার্কিক থাকে। সেরকম এক ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু উনিজি, আমরা লঙ্কাজয় করব কীকরে? দলের সব হনুমানদের নিয়ে কি শ্রীলঙ্কা আক্রমণ করব? সেটা কি সম্ভব?

এই বোকার মতো প্রশ্ন শুনে উনিজি বললেন, ধুর পাগল। লঙ্কা যেতে হবে কেন? বাল্মীকির আমলে ছিল সিংহল, আমাদের আছে বঙ্গাল। শুনিসনি যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ? বঙ্গালিদের বিজয়সিংহ লঙ্কা গিয়েছিল তো, তাই ওরাই এখন রাবণ। ওদের বধ করলেই রাবণবধ হবে।

এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তার্কিক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, তাহলে উনিজি বঙ্গাল জয় করলেই কি রামরাজ্য এসে যাবে? উনিজি এবার হেসে বললেন, ধুর ব্যাটা, বাল্মীকির আমলে ছিল রামরাজ্য, আর

আমাদের হল সাম্রাজ্য। ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য স্থাপন করলেই আমাদের রামরাজ্য এসে যাবে। তার জন্য যা দরকার সবই করতে হবে।

দুর্বিনীত ছাত্র তাতেও না থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সবই করব কীকরে উনিজি? রামচন্দ্রের বাণীতে আছে, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাহলে কি আমরা জুমলা করব না?

উনিজি শুনে এবার হাহা করে হেসে বললেন, তুই তো ব্যাটা রামায়ণের কিছুই বুঝিসনি। যুগ তো বদলে গেছে। বাল্মীকির আমলে ছিল রামবাণী আর আমাদের আছে আম্বানি। জুমলা তো করতেই হবে রে।

মোগল, পাঠান ও উনিজি

উনিজির বক্তৃতালেখক মালপোয়াভাই হেবি বিপদে। উনিজি চুঁচুড়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করবেন, কিন্তু উনিজিকে সমস্যার কথাটা কিছু বলা যাচ্ছেনা। কারণ, মেজাজ খারাপ। ব্যাপারটা শুরু

হয়েছিল বঙ্গাল আসার সময়ই। ট্রেন এক স্টেশনে দাঁড়াল, এক হকারের কাছে জায়গাটার নাম জিজ্ঞাসা করতেই সে ব্যাটা বলে এটা মোগল সরাই। কী খাবার আছে, জিজ্ঞেস করতে বলল মোগলাই পরোটা। শব্দটাই উনিজির কাছে বলা বারণ। তিনি ধৈর্য ধরে বোঝালেন বটে, জিনিসটার নাম এখন দীনদয়াল ত্রিকোণ, দীনদয়াল উপাধ্যায় এক মহান নেতা, তাঁর নাম সব সময় স্মরণ করা উচিত, ইত্যাদি। কিন্তু খেলেন না। তখন থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে।

চন্দননগরে যে বঙ্গালির বাড়িতে থাকবেন, সে আরেক জিনিস। দেখা হতেই দাঁত বার করে বলে, আজকে আপনার জন্য পুরো নিরামিষ। উনিজি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী খাবে? সে আরও দাঁত বার করে বলল, আমাদের কাল ছিল পাঁঠা। আজ তো পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। শুনে তো উনিজির আক্কেল গুড়ুম। শুধু মোগল নয়, সঙ্গে

পাঠানও বলছে। সঙ্গে সঙ্গে খাবার ফেলে উঠে গেলেন। সেই থেকে কথা বন্ধ।

তাতেই মালপোয়াভাই গেছেন ফেঁসে। কথাই বলতে না পারলে সমস্যার কথা বলবেন কীকরে। তিনি খুব রেগে বঙ্গালিকে বললেন, তোমরা পাঠান বললে কেন বল তো? সে খুব অবাক হয়ে বলল, তাহলে কি ছাগল বলা উচিত ছিল? মালপোয়াভাই বললেন হ্যাঁ। তারপর নিজের নোটবইতে ছাগল কথাটা টুকে রাখলেন, কারণ কাকে কী বলতে হয়, এই নিয়ে বঙ্গালিদের জন্য উনি একটা বই লিখছেন। সেখানে এটা থাকবে। তারপর বললেন, কথাটা যেন মনে থাকে। তাতে অবশ্য এই সমস্যার কোনো সমাধান হলনা। কারণ উনিজি বক্তৃতার আগে পর্যন্ত মৌনী নিয়েছেন। মালপোয়াভাই কী আর করেন, নিজেকেই পুরো কাজটা করতে হল।

পরদিন মঞ্চে উঠে উনিজি মৌনী ভাঙলেন। তারপর

মালপোয়াজি পিছন থেকে প্রম্পট করতে লাগলেন, আর উনিজি বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন:

হুগলী জেলার এই রাজধানীর পাশেই রবিন্দরনাথ থাকতেন। এটা রাজধানী হল কেন? কারণ, রবিন্দরজি বলেছেন,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন দীনদয়াল-ছাগল এক দেহে হল লীন।

উনিজির রবীন্দ্রনাথ

ছোটো থেকেই উনিজির প্রতিভা ছিল অপরিসীম। তখনও ওঁর দাড়িও গজায়নি, কিন্তু ইস্কুলের হেডমাস্টার একটা ঘটনার পর উনিজির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নাম দিয়েছিলেন বিশ্বকবি। ঘটনাটা

সামান্য। কী করে যেন ইস্কুলে রটে যায়, উনিজি কবিতা লেখেন। হেডমাস্টার যদিও ক্লাস নিতেন না, কিন্তু উনিজিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি 'বানরজাতির বুদ্ধির পরিমাপ' নামক একটা বই লিখেছিলেন। গবেষণার জন্য নানা কাজ করতেন। একদিন উনিজিকে ডেকে বললেন, তুমি নাকি কবিতা লেখ?

উনিজি বললেন, হ্যাঁ।

হেডমাস্টার বললেন, আমি এক লাইন কবিতা লিখলে তুমি পরের লাইনটা লিখতে পারবে?

উনিজি বললেন, পারব।

শুনে হেডমাস্টার উঠে গিয়ে খসখস করে বোর্ডে লিখলেন, "কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে"। কপোল মানে জানো? বিশ্বসংসারে সবাই জানে কপোল মানে গাল। কিন্তু উনিজি তখন থেকেই সাক্ষাৎ

রামপ্রসাদ। চটপট উত্তর দিলেন, "কপোল মানে কপাল স্যার"।

হেডমাস্টার ঠাট্টা করে হেসে বললেন, অ্যাঁ? নয়নের জলে কী করে কপাল ভাসবে শুনি? উনিজি কোনো কথা না বলে সোজা বোর্ডে উঠে গিয়ে ঝপাঝপ লিখে দিলেন:

কপাল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে
ঠ্যাং দুটি বাঁধা ছিল তমালের ডালে।

বানরবিশেষজ্ঞ হেডমাস্টার এই ঝোলার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উনিজির নাম দিলেন বানরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন থেকেই উনিজি উল্টো হয়ে ঝুলে কবিতা লেখেন।

এরকম আরো মজার মজার লেখা পড়তে, শিগগির চলে আসুন বাংলার নিজস্ব সামাজিক মাধ্যম গুরুচণ্ডা৯-র ওয়েবসাইটে। সাথে পাবেন এক অফুরান আড্ডাখানা আর আরও নানান স্বাদের লেখার এক বিশাল সম্ভার।

আমাদের ঠিকানা:
www.guruchandali.com

আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে মেল পাঠান guruchandali@gmail.com –এ।

গুরুচণ্ডা৯ থেকে প্রকাশিত বই এর খোঁজ পেতে https://www.guruchandali.com/book.php